শ্রীগোপীনাথ কবিরাজের পত্রাবলী

গুরুভ্রাতা মনীষী শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয় যিনি শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের (গন্ধবাবা) জীবনীকার ছিলেন, তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ কর্ত্তৃক লিখিত পত্রাবলী। পত্রাবলীতে কখনো কখনো জ্ঞানগঞ্জের ভাষা ও শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

পত্র নং (৫)

শ্রীশ্রীদুর্গা

বেনারস
১৬/৫/৪৩

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনাকে একখানা দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছি — পাইয়া থাকিবেন। এখনও উত্তর পাই নাই। দিদিদের পক্ষ হইতে এই পত্র লিখিতেছি। উপর হইতে সংবাদ আসিয়াছে —''আগামী শনিবার মহানিশা হইতে অক্ষয়ের কর্ম ২০০০ ও তাহার স্ত্রীর ২০০ বাড়িবে। অতিরিক্ত মহানিশাতেই শেষ করিতে হইবে। তাহার পক্ষে কাশীতে আসিয়া থাকিতে পারিলে ভাল হয়।''

পূর্ণযোগ ১৭ দিন হইয়া গিয়াছে। এখন ২ দিন হইতে চরম যোগের উপদেশ চলিতেছে। ক্রিয়ার ১০০০ মহানিশায় করিতে হইবে — সন্ধ্যায় চলিবে না। মহানিশায় যেটা ঘুমের ঘোর মনে করেন তাহা অনেক সময়েই ঘুমের ঘোর নহে। সে স্থলে ঘোর কাটিবার সঙ্গে সঙ্গেই আসন ত্যাগ করিতে হইবে। পুনরায় জপ করিবার আর ব্যবস্থা নাই। শুধু তাই নয়। পুনরায় জপ করা নিষিদ্ধ। তবে ঘুমের কথা আলাদা। এই ঘোর আসা স্বাভাবিক।

আপনার কি ৩রা জ্যৈষ্ঠ আসা হইবে? এখানকার কুশল। ওখানকার সকলের কুশল সংবাদ প্রার্থনীয়। — ইতি

স্নেহার্থী শ্রীগোপীনাথ

পত্র নং (৬)

শ্রীশ্রীদুর্গা

২এ, সিগরা
কাশীধাম
২৭/৫/৪৩

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার দীর্ঘ পত্রখানা পাইয়া আনন্দলাভ করিলাম। গতকল্য 'চরমযোগের' ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইয়াছে। প্রায় আট দিন লাগিল। ইহার পূর্বে 'পূর্ণযোগের' ব্যাখ্যা হইয়াছিল, তাহাতেও প্রায় সতেরো দিন লাগিয়াছিল। গতরাত্রি অর্থাৎ কৃষ্ণাষ্টমীর রাত্রিতে অনেকের (অবশ্য সকলের নহে) কর্ম বাড়িয়াছে, কিন্তু আপনার, যাজ্ঞিক দাদার ও গিরিধারী দাদার বাড়ে নাই। ওখানকার সকলেই এমন কি, জ্যেঠা গুরুদেব, পরমগুরুদেব প্রভৃতিও আপনার উপর ঈষৎ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। আপনার কর্ম না বাড়িবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে কেহই কোনও উত্তর দেন নাই, শুধু বলিয়াছেন, ''এখন থাক্।'' আমার মনে হয় — এ সময়ে আপনি এখানে না আসাতে তাহারা কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন হইয়াছেন। অবশ্য ইহা আমার কল্পনা, কিন্তু ইহা অমূলক না-ও হইতে পারে। তাঁহাদের সকলেরই অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল — চরমযোগের আলোচনাকালে আপনিও উপস্থিত থাকেন। আপনার উপর তাহাদের অপরিসীম স্নেহ, ইহা সকলেই বারবার নানা প্রসঙ্গে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের ইচ্ছা জানিয়াও আপনার মনে নানা প্রকার বিচার উঠিতেছে — ইহাই তাঁহাদের দুঃখিত হইবার কারণ বলিয়া আমার মনে হয়।

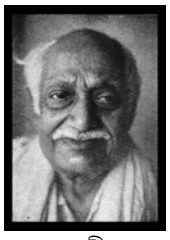
ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ

আপনার প্রেরিত টাকা দিদিরা পাইয়াছেন। প্রতিদিন নিয়মিতভাবে আধলা দান করিতে ভুলিবেন না। একদিন বেশী দিয়া অন্যদিন না দিলে নিত্যদানের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না। দানের পরিমাণ একটি মাত্র আধলা হইলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু উহা নিয়মিত রূপে প্রতিদিন হওয়া আবশ্যক। তাহারা এ সম্বন্ধে বারবার সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। কর্ম সম্বন্ধে আপনার জ্ঞাতব্য দুই একটি বিষয় আছে। কৃষ্ণাষ্টমীতে সন্ধ্যার পরে কিছু আহার করিবেন না, এমনকি জলপানও নহে। একেবারে মহানিশার কার্য্য সমাপ্ত করিয়া উঠিয়া ইচ্ছানুরূপ আহার করিবেন। অন্যান্য দিনও মহানিশার পরে কিছু জলযোগ করিবেন। কিছুদিন হইল একটি বিশেষ আদেশ দিয়াছেন। মহানিশা কর্মের জন্য local দশটার সময় বসিতে পারেন এবং ইচ্ছা হইলে কিছু পূর্বেও বসিতে পারেন এবং ক্রিয়া হইতে ফিরিবার সময় ঘড়ি দেখিবার আবশ্যকতা নাই। আসনে যাইয়া বসিবেন এবং পূর্ব প্রদত্ত উপদেশ অনুসারে ক্রিয়াঙ্গ জপ পর্য্যন্ত যথাবিধি সংখ্যা রাখিয়া করিবেন। ক্রমবৃদ্ধিশীল জপটি করিবার সময় সংখ্যা রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই। মালা

ব্যবহার করিলে শুধু মালা আবর্তন করিয়া যাইবেন; বাম কর সাহায্যে অথবা অন্য উপায়ে সংখ্যা রাখিবার চেষ্টা করিবেন না। জপ করিতে করিতে যদি ঘোর আসিয়া যায় তাহা হইলে ঘোর কাটিয়া যাওয়া মাত্রই আসন ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসিবেন। আর যদি ঘোর না আসে তাহা হইলে যতক্ষণ ভাল লাগে এবং আনন্দ বোধ হয় ততক্ষণ আসনে বসিয়া জপ করিবেন। চিত্তের চাঞ্চল্য বোধ হইলেই আসন ছাড়িয়া দিবেন এবং বাহির হইয়া আসিবেন। মনে কোন প্রকার বিচার আসিতে দিবেন না। বিশ্বাস রাখিবেন — আপনার জপ সংখ্যা পূর্ণ হইয়াছে। ইহা কি প্রকারে হয় তাহা এখন বুঝিতে না পারিলেও পরে বুঝিতে পারিবেন। জপ সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইবে। কতদূর পর্য্যন্ত বাড়িবে তাহার স্থিরতা নাই। বড়দিদির সংখ্যা এখন ১,২১,০০০ হইয়াছে, ক্রমশঃ আরও বাড়িবে। অবস্থানুরূপ এইরূপ বৃদ্ধি সকলেরই হইবে, যদি কোন প্রকার ত্রুটি না হয়। বস্তুতঃ সর্ব্বতোভাবে বিচারহীন হইতে পারিলে একটি ক্ষণের মধ্যেই শুধু লক্ষ্য জপ কেন, অসংখ্য জপ চলিতে পারে। বিচারবুদ্ধি রহিত না হওয়া পর্য্যন্ত সীমার বন্ধন অবশ্যম্ভাবী।

আজ ২৮শে মে। এখন দেখিতেছি 'চরমযোগ' সমাপ্ত হইলেও তাহার পরিশিষ্টাংশ এখনও চলিতেছে। সম্ভবতঃ আগামী অমাবস্যা পর্য্যন্ত চলিবে। দিব্য প্রকৃতির অন্তরালে পরমা প্রকৃতির সাক্ষাৎকারের রহস্য উদ্‌ঘাটিত করা হইতেছে। এই যে দিব্য প্রকৃতির কথা বলিলাম, ইহার স্বরূপ জ্যোতির্ময়। বস্তুতঃ ইহা প্রকৃতি কিম্বা পুরুষ - কিছুই পৃথক করিয়া বলা যায় না। আদি সৃষ্টিতে ইহার আবির্ভাব, মায়ার সম্বন্ধবশতঃ ইহার আগন্তুক মলিনতা, শুদ্ধ কর্মের প্রভাবে মলিনতা অপসারণের ফলে ইহার স্বচ্ছ স্বরূপের অভিব্যক্তি এবং পরিশেষে কর্ম সহ কৃত গুরুকৃপায় ইহার মায়া রাজ্য হইতে উদ্ধার — এইসব বিষয়ের বৈজ্ঞানিক বিবৃতি 'চরম-যোগ' ব্যাখ্যার প্রথমাংশ। দিব্যরূপের তৃতীয় নেত্রই পরমা প্রকৃতির অধিষ্ঠানপীঠ। এই তৃতীয় নেত্রটি ত্রিকোণাকার এবং জলে ভরা। এই জল নীলবর্ণ এবং 'ভাব সলিল' নামে বর্ণিত হওয়ার যোগ্য। সুতরাং দিব্য চক্ষুটি নীলজলে পরিপূর্ণ বলিয়া উহাকে ভাবসরোবর বলিয়াও বর্ণনা করা যাইতে পারে। এই ত্রিকোণাকার নীল সরোবরের ঠিক মধ্যস্থলে একটি সুবৃহৎ শ্বেতপদ্ম বিরাজমান রহিয়াছে। তিনদিকের প্রত্যেক দিকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ষোলটি শ্বেতপদ্ম ভাসিতেছে এবং তিন কোণের দুই কোণে আরও দুইটি শ্বেতপদ্ম যেন আল্‌গাভাবে ঝুলিতেছে। পদ্মসংখ্যা মোট একান্নটি। এই সমগ্র চিত্রটি যজ্ঞেশ্বরী রূপ ধারিণী শ্যামা মার দক্ষিণ পঞ্জরের নিম্ন প্রদেশে প্রদর্শিত হইতেছিল। ক্রমশঃ ঐ চক্ষু বা সরোবরটি বাদে দিব্যরূপটি অন্তর্হিত হইয়া যায় এবং পরাশক্তির চিহ্নরূপে আরও যাহা কিছু প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাও অন্তর্হিত হইয়া যায়। বাম কোণটিকে যেখানে ঝুলানো পদ্ম ছিল না সেই স্থানে পদ্মের পরিবর্ত্তে যজ্ঞেশ্বরী মাতার দক্ষিণ স্তন এবং তাহা হইতে নির্গত একটি সূক্ষ্ম মৃণালতন্তু প্রকাশিত হইয়া ছিল। ঐ মৃণাল সূত্রটি এক-পঞ্চাশটি শ্বেতপদ্মের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। — এইরূপ দেখা যাইতেছিল। দেখিলেই মনে হয় যে ঐ পদ্মগুলি পূর্ব্বোক্ত মৃণালসূত্র দ্বারা গ্রথিত। সরোবরের মধ্যবর্ত্তী বৃহৎ পদ্মটি এই মালার মধ্য বা চরণবিন্দু বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ঐ কেন্দ্রস্থ পদ্মটির উপরে পরমা প্রকৃতির যুগল চরণ বিরাজমান। শুধু চরণ নহে, সমগ্র মূর্তিটিই নিরালম্বভাবে শূন্যের উপর অর্দ্ধাসীন রূপে দৃষ্ট হইয়াছিল। মূর্ত্তিটি ষোড়শী। ইহার মস্তকের পশ্চাদ্দেশে বিন্দুহীন অর্দ্ধচন্দ্র দেখা যাইতেছিল। ইঁহারও তিনটি নেত্র, পূর্বে যে দিব্যরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল, যাহার তৃতীয় নেত্রে পরমা প্রকৃতির অধিষ্ঠান তাঁহারও তিনটি নেত্র ছিল। উভয়ে পার্থক্য এই যে, দিব্যরূপের তিন নেত্রের মধ্যে দুইটি নেত্রে পাতা বা আবরণ আছে, কিন্তু তৃতীয় বা ভাব নেত্রটিতে কোন আবরণ নাই। কিন্তু পরমা প্রকৃতির তিন নেত্রের মধ্যে কোন নেত্রেই আবরণ নাই। নীচের দুই নেত্রতে দুইটি করিয়া কোণ আছে - দেখিতে ঠিক উন্মুক্ত কমলের ন্যায়। উপরের নেত্রটিতে ঊর্দ্ধদিকে একটি কোণ আছে কিন্তু নীচের দিকে কোন কোণ নাই। ঐ কোণটি হইতে একটি সূক্ষ্ম রশ্মিধারা এক একবার বাহির হইয়া আসে। যখন এইরূপ হয় তখন পূর্ব্বোক্ত অর্দ্ধচন্দ্র দেখিতে পাওয়া যায় না; আবার যখন অর্দ্ধচন্দ্রটি দেখিতে পাওয়া যায়, তখন রশ্মি নির্গম বুঝিতে পারা যায় না। পূর্ব্বোক্ত রশ্মি নির্গত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাবসরোবরের জল আন্দোলিত হইতে থাকে ও পদ্মগুলি নাচিতে থাকে। এদিকে যজ্ঞেশ্বরী মাতার বাম স্তন হইতে একটি বৃহৎ শুভ্র রাজহংস নির্গত দেখিতে পাওয়া যায়। এই হংসটির শরীর মায়ের অঙ্গে নিবদ্ধ। কিন্তু উহার চঞ্চুটি পরমা প্রকৃতির চরণ যুগলের দুইটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠকে স্পর্শ করিয়া নিম্নবর্ত্তী কমল ও জলে নিমগ্ন। চরণযুগলের বাকি অষ্ট অঙ্গুলীর স্থানে আটটি সুবৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ

ভ্রমর মুখ লাগাইয়া পদ্ম হইতে মধুপান করিতেছে। চরণের পশ্চাদ্দিকে একটি বৃহৎ ময়ূর গ্রীবা হেলাইয়া পেখম বিস্তার করিয়া একাগ্রদৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে চরণ স্পর্শের অধিকার পায় নাই। সে পেখমের দ্বারা পরমা প্রকৃতিকে ছত্রাকারে আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে। এস্থলে ভ্রমর শুদ্ধ মনের প্রতীক এবং হংস পরমহংসরূপী আত্মার প্রতীক কিনা তাহার ব্যাখ্যা এখনও জ্যেঠা গুরুদেব করেন নাই। এখানে আর একটি রহস্য আছে — বড়দিদি ভাব-সরোবরের তীরে দাঁড়াইয়া পরমা প্রকৃতির ন্যায় একটি অচিন্ত্য স্বরূপ অগাধ জলের মধ্যে প্রতিবিম্বিত রূপে দেখিতে পান। মনে হইতেছিল — উপরে যে প্রকার দর্শন পাইতেছেন ঠিক সেইরূপই দৃশ্য যেন নীচেও রহিয়াছে এবং উহা যেন তাহার নিজেরই প্রতিবিম্ব বা ছায়া মাত্র। যখন ঐ জলস্থ প্রতিবিম্ব দেখিতেন, তখন তাঁহার মনে হইত উহাই 'আমার স্বরূপ'। যদিও উহা এখন ছায়ারূপে দৃশ্যমান হইতেছে। ঐ সময়ে উপরের পরমা প্রকৃতি তিনি দেখিতে পাইতেন না এবং উহার স্মৃতিও মনে জাগিত না। আবার যখন উপরেরটি দেখিতেন, তখন উহাকেই সত্য বলিয়া মনে করিতেন এবং তন্ময় হইয়া উহা দেখিতে থাকিতেন। উহা যে তাঁহারই স্বরূপ এপ্রকার কোন ভাবনা তাঁহার মনে স্থান পাইত না। কিন্তু এ অবস্থায় গভীর হৃদয়কন্দর হইতে বজ্রগম্ভীর স্বরে গুরুদেবের পরিচিত কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাইতেন —''মা, আর কতদিন এইভাবে নিজেকে ভুলিয়া থাকিবে? এবার নিজেকে দেখ এবং আপন স্থানে ফিরিয়া এস।''

অন্যান্য বিষয় আপনি আসিলে বলিব। এখানকার কুশল। পত্রপাঠ পত্রোত্তরদানে কুশল জানাইয়া সুখী করিবেন।

আজ ১লা জুন।

আপনার আসা কবে হইবে?

স্নেহার্থী

শ্রীগোপীনাথ

(শ্রীশ্রীঅক্ষয় কুমার দত্তগুপ্তের নাতজামাই

শ্রীবিজন কুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের

সৌজন্যে সংগৃহীত পত্রাবলী)